উৎসবে মাতিব হে তোমারে লয়ে

আহমেদ সাবের

প্রতীতির নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শুরুর একটা ঐতিহ্য আছে। আজকের (৪/৪/২০০৯) অনুষ্ঠান সাড়ে নটায় শুরু হবার কথা। পৌছাতে দেরী হয়ে গেল মিনিটি দশেক। যেতেই মাইকে প্রতীতির কর্ণধার সিরাজুস সালেকিনের দরাজ কন্ঠ শুনলাম। না, সঙ্গীতের নয়, মাইক্রোফোন টেষ্টিং চলছে।

বসে বসে কাল রাতের ঝমঝমে বৃষ্টির কথা মনে পড়ে গেল। আহা, কি বৃষ্টি! রাতে ভাবনা পেয়ে বসেছিল, এত বৃষ্টি হলে, অনুষ্ঠান হবে কি করে? শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির দয়া হলো। সকালে বৃষ্টি নেই। শুধু আকাশ জুড়ে রোদ্র-মেঘের খেলা।

এসফিল্ডের পার্কে প্রতিবারের মত এবারও প্রতীতির বর্ষবরণ আয়োজন - উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে। নটা পঞ্চাশে অনুষ্ঠান শুরু হলো। সিরাজুস সালেকিন শুরুতেই আবহাওয়াজনিত কারনে অনুষ্ঠান দেরীতে শুরুর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তারপর বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পিলখানা হত্যাকান্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের শুরু ঘোষনা করলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল মুলতঃ কোরাস গান। অংশগ্রহনে - বাপ্পি, শাকিল, বনি, সজল, সালেকিন, কবিতা, সূচী, মমতাজ, মূন, পিয়া, মুক্তি, তামিমা, মৌটুশী, সাথী এবং শাহনাজ। গীটারে - জাহিদ হাসান, তবলায় - অভিজিৎ দাস, মন্দিরায় - শাহজাহান বৈতালিক, শব্দ নিয়ন্ত্রনে - নাজমুল খান
এবং ধারা বর্ণনায় - সূচী সালেকিন। ধারা বর্ণনার এক পর্যায়ে চমকে উঠলাম। সূচীর কন্ঠে, 'আজ শ্রাবনের আমন্ত্রনে / দুয়ার কাঁপে ক্ষনে ক্ষনে' কথা গুলো শুনে। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা কি আগ থেকেই আজকের ঘনঘটার আলামত জানতে পেরেছিলেন? নইলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনায় শ্রাবনের আমন্ত্রন কেন? শুধু ধারা বর্ণনায় নয়, গানেও ছিল শ্রাবনের প্রভাব - 'শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না'।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল, ছোট্ট মণিদের জন্য গল্প বলার, গল্প দাদুর আসর। শাহীন শাহনেওয়াজ গল্প দাদু সেজে দরাজ গলায় গল্প বলে, শিশুদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন কিছক্ষন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব - কবিতা পাঠের আসর; পরিচালনায় ছিলেন কাইয়ুম পারভেজ। অংশগ্রহনে - কাইয়ুম পারভেজ, মাহমুদা রুনু, মমতা চৌধুরী, বিলকিশ রহমান, শাহীন শাহনেওয়াজ এবং ক্ষুদে আবৃতিকাররা।

এর পর ছিল, প্রতীতি পুরষ্কার পর্ব। প্রতীতি প্রতি বছরই, সিডনীতে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ে অবদানের জন্য কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতীতি পুরষ্কার দিয়ে থাকে। এবার এ পুরষ্কার পোলে, ক্যাম্বেলটাউন বাংলা স্কুল। স্কুলের পক্ষ থেকে পুরষ্কার গ্রহন করলেন অধ্যাপিকা মিসেস রোকেয়া আহম্মদ এবং সভাপতি জনাব মোসলেম মিয়া।

পঞ্চম পর্বে প্রতীতির নিয়মিত শিল্পীরা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন, একক কন্ঠে কিছু প্রচলিত গান পরিবেশন করে।

শেষ পর্বে ছিল, সেরা পোষাকের জন্য পুরষ্কার। সুন্দর বাঙ্গালী সাজে সেজে আসার জন্য পুরষ্কারগুলো দেয়া হয়। যারা পুরষ্কার পেলেন -

ছোটদের গ্রুপ - আরিয়ান, রুপন্তি, আশা, সারা, আলভি এবং আরিয়া।
কিশোর/কিশোরী - প্রিয়দর্শন এবং অনিকা
যুবক/যুবতী - আনিস এবং অদিতী
পুরুষ/মহিলা - ডঃ আবদুর রাজ্জাক এবং সোহেলী

অনুষ্ঠানের সাথে সাথে চলছিল খাবার বিক্রী। ভিড় নেহাৎ কম ছিলনা সেখানেও। মাঝে মাঝে আকাশ কাল করে মেঘ জমছিল। আবার মেঘ একটু কেটে গিয়ে এখানে সেখানে উঁকি দিচ্ছিল টুকরো টুকরো নীলাকাশ। বৃষ্টি আসবে কি আসবেনা, আশা নিরাশার দ্বন্ধে আয়োজকদের উৎকন্ঠিত রেখে শেয় পর্যন্ত বৃষ্টি আর এলো না। নির্বিঘ্নে শেষ হলো প্রতীতির আরেকটা সার্থক অনুষ্ঠান।

প্রতীতিকে প্রতিবারের মত আরেকটি পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ এবং শুভ নববর্ষ।